উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ২৭ সংখ্যা

গুজবের বলি

প্রতিবেশী অসমে অতি সম্প্রতি গুজবের বলি হয়েছেন দুই তরুণ। ছেলেধরা সন্দেহে তাঁদের পিটিয়ে মেরেছে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা। অসমেরই অধিবাসী দুই তরুণ নীলোৎপল দাস ও অভিজিৎ নাথ কার্বি আংলংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন না, ওই এলাকায় শিশুচুরির গুজব রটেছে। যার উৎস সোশ্যাল মিডিয়া। কীভাবে যেন রটে যায় ওই দুই তরুণের গাড়িতে একটি অপহৃত শিশু আছে। ফলত কোনো প্রমাণ ছাড়াই উত্তেজিত জনতা গাড়িটি আটক করে। তাদের নৃশংস আক্রমণে প্রাণ হারান দুই তরুণ। তাঁরা যে বহিরাগত নন, অসমেরই অধিবাসী, গুয়াহাটি থেকে ওখানে বেড়াতে এসেছেন, একথা প্রাণপণে বোঝাতে ব্যর্থ হন তাঁরা। উত্তেজিত জনতা তাঁদের কোনো কথাই শুনতে রাজি হয়নি, খবর পেয়ে পুলিশ ঘণ্টাখানেক পর ঘটনাস্থলে যায়। ততক্ষণে একজন মৃত, অন্যজন মরণাপন্ন, গণপ্রহারে গুরুতর আহত ওই তরুণকেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় শুধু অসম নয়, সারা দেশেরই স্তম্ভিত হওয়ার কথা। কারা এইভাবে গুজব রটাল, কারাই বা দুই নিরীহ তরুণকে ছেলেধরা সন্দেহে প্রহার করার উসকানি দিল, পুলিশ তা তদন্ত করছে। বুধবার এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। এই নিয়ে গণপ্রহারের ঘটনায় ৬৪ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত মূল অভিযুক্তই ওই দুই তরুণের গাড়ি আটকাতে ও তাঁদের ছেলেধরা তকমা দিয়ে গ্রামবাসীদের উসকানি দেয় বলে অভিযোগ। গুজবের বলি হয়ে এমন ভয়ংকর ঘটনা অবশ্য এই দেশে নতুন নয়। বিশেষত শিশুচুরির ঘটনা যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আকছার ঘটে চলেছে, তখন এই গুজব কোনোভাবে ছড়িয়ে দিলে সহজেই বহু মানুষ তা বিশ্বাস করে এবং কোনো শুভবুদ্ধিই সেখানে যে কাজ করে না, কার্বি আংলংয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা তার নিদর্শন। একই রাজ্যের অধিবাসী দুই তরুণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে ওই জেলায় গিয়ে যে এমন নিষ্ঠুর, নৃশংসভাবে গণরোষের শিকার হবেন, তা কল্পনাতীত ছিল। আমজনতাকে খেপিয়ে তুলতে যে বেশি সময় প্রয়োজন হয় না, সামান্য একটু উসকানিতেই যে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণভাবে অসমের অনুন্নত জেলাগুলির অন্যতম হল কার্বি আংলং। ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাবেক অসমিয়াদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে। এছাড়া অবিরত বহিরাগত তত্ত্ব নিয়ে এমনিতেই সমগ্র রাজ্য সংশয়ে ভোগে, এতটুকু সন্দেহ, অবিশ্বাসের ফুলকিও সেখানে দাবানলের রূপ নিতে দেরি করে না। দুই তরুণকে নৃশংসভাবে গণপ্রহারের আগে সপ্তাহখানেক ধরে ওই এলাকায় সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের গুজব রটেছিল। বলা হচ্ছিল মানব অঙ্গ পাচার, অপহরণ ইত্যাদি ঘটনায় কয়েকজনকে ধরা হয়েছে। এমনকি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা যাযাবর সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে 'শান্তির স্বার্থে' এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ রটানো হচ্ছিল, যা ভিত্তিহীন বলে পুলিশ জেনেছে। এইসব সত্ত্বেও সোশ্যাল মিডিয়ার ভুয়ো ভিত্তিহীন গুজব যে পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, দুই তরুণের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড তার প্রমাণ। বহু বছর আগে একই কায়দায় ছেলেধরার গুজব রটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বানতলা ও ওড়িশায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এর শিকার হন সরকারি কর্মীরা, দ্বিতীয়টিতে এক মিশনারি পরিবার। এখানেই শেষ নয়, দেশের নানা জায়গায় বিভেদকামীরা নানাভাবে এই ধরনের গুজব রটিয়ে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাচ্ছে। বানতলা ও ওড়িশার মর্মান্তিক ও নৃশংস ঘটনার সময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, তবু গুজবের বলি হয়েছিলেন তাঁরা। ইদানীং বিজ্ঞানের দুরন্ত অগ্রগতির সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া যখন ওতপ্রোতভাবে সমাজজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে তখনও এইসব ভয়ংকর ঘটনা কী করে ঘটছে ভাবলে বিস্ময় জাগে। ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়া বহু ক্ষেত্রে যেন ভরসা, আস্থা, বিশ্বাসের মাধুর্য হারিয়ে আতঙ্ক জাগাচ্ছে। কিছু অপরাধমনস্ক ব্যক্তি, সংগঠন নিজেদের যেমন ইচ্ছা গুজব রটিয়ে জনতাকে উত্তেজিত করার প্রয়াস নিচ্ছে। এই সত্যতা বিচারের আগেই ঘটে যাচ্ছে কত ঘটনা। যা প্রশাসনের কাছেও রীতিমতো অশনিসংকেত হয়ে উঠছে। তাই গুজবে কান দেবেন না, এই বক্তব্য শুধু নিছক প্রচার নয়, আমজনতার মনের মর্মস্থলে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। সরকার, বিভিন্ন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সংগঠন, মানুষের পক্ষে এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। কার্বি আংলং জেলাপরিষদ নিহত দুই তরুণের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অকুস্থলে তাঁদের মূর্তি বসাতে চায় তারা। কিন্তু যে দুটি তরুণের উচ্ছল প্রাণ অকালে ঝরে গেল, তার ক্ষতিপূরণ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অসম সহ দেশের কোনো প্রান্তেই যাতে আর কেউ গুজবের বলি না হন, সর্বাগ্রে সেটিই কাম্য। এইসব ঘটনায় দোষীদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত।

অমৃতধারা

শ্রীরামকৃষ্ণ– ঈশ্বরের নিয়ম, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লংকা খেলে আর ঝাল লাগবে না ? কালীবাড়িতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরি কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হলে যত জল পেছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাচফোঁচ করে উনুন নিভিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ–এসব থেকে সাবধান হতে হয়। হনুমান ক্রোধ করে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মন পড়ল, অশোকবনে সীতা আছেন, তখন ছটফট করতে লাগল, পাছে সীতার কিছু হয়।

তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারের প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন ? মহৎ লোক তয়ের করবেন বলে। ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় কী না করতে পারে ? আবার অন্যদিকে দেখো, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টিলীলা চলছে।

সীতা বললেন, রাম ! অযোধ্যায় সব যদি অট্টালিকা হত তো বেশ হত, অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা, পুরোনো। রাম বললেন, সীতা ! সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রিরা কী করবে ? ঈশ্বর সবরকম করেছেন–ভালো গাছ, বিষ গাছ, আবার আগাছাও করেছেন।

–ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শব্দরঙ্গ ■ ২০২৩

পাশাপাশি ঃ ১। অহঙ্কার বা অহং বোধ ৩। পরভূমে বাসবাস ৪। চিংড়ি মাছ ৫। কারাগারে শাস্তি ভোগ করা, কলুর বলদের যা কাজ ৭। নদীর ধার ১০। সব রং যখন মিলেমিশে একাকার ১২। কেউটে সাপ ১৪। ঘোড়ার গাড়ি ১৫। আত্মাভিমানী ১৬। মানসম্মান বা সম্ভ্রম ।

উপর–নীচ ঃ ১। যার ঘরবাড়ি নেই, গৃহহীন ২। বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহ ৩। পা দিয়ে আঘাত করা ৬। সতেজ এবং তাজা ৮। এদিক–ওদিক ঘুরে বেড়ানো ৯। অসংলগ্ন বা বেমানান ১১। জনকল্যাণ, মানুষের মঙ্গল ১৩। দুইয়ের বেশি তিনের কম।

সমাধান ■ ২০২২

পাশাপাশি ঃ ২। কিলবিল ৫। নর্দমা ৬। জলদাপাড়া ৮। কুল ৯। গালা ১১। পলায়মান ১৩। শালাজ ১৪। জলজ্যান্ত।

উপর–নীচ ঃ ১। মাননীয় ২। কিমা ৩। বিকল ৪। আমড়া ৬। জল ৭। দাখিলা ৮। কুলায় ৯। গান ১০। ডুবজল ১১। পরোক্ষ ১২। মাদল ১৩। শান্ত ।

এক বছরের ব্যবধানে বদলে গিয়েছে পাহাড়ের ছবি

পাহাড়ে এই মুহূর্তে রীতিমতো শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান। পাহাড় সামগ্রিকভাবেই পূর্বতন ছন্দে ফিরে এসেছে। অশান্তির রেশ নেই। দেখা দিয়েছে পর্যটকের ঢল, লিখেছেন নবেন্দু গুহ।

পাহাড়ে এখন পর্যটকদের ঢল।

গত বছর জুন মাসের এই সময়ে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার পরিস্থিতি এবং পরিবেশের সঙ্গে চলতি বছরের পাহাড়ের ছবির তুলনা করতে চাইলে অবাকই হতে হবে। গত বছর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দার্জিলিং পাহাড় ছিল রীতিমতো অগ্নিগর্ভ। পুলিশকে পাথর ও পেট্রোল বোমা ছুড়ে আক্রমণ, সরকারি–বেসরকারি যানবাহন ভাঙচুর, বিভিন্ন সরকারি অফিস, এমনকি রেলস্টেশনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা যেমন নিত্যদিন ঘটে চলেছিল, তার পালটা হিসেবে লাঠি–গুলি–গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে হিংসাত্মক আন্দোলন দমনের প্রয়াস চালিয়েছিল পুলিশ। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পর্যন্ত মোতায়েন করতে বাধ্য হয়েছিল রাজ্য সরকার। এক পুলিশ অফিসার সহ মৃত্যু হয়েছিল ১৩ জনের। পাহাড়ে টানা বন্‌ধের ডাক দিয়েছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার তৎকালীন সভাপতি বিমল গুরুং। পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবিতে পাহাড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্‌ধ ডাক হয়েছিল।

গত বছর ঠিক এই সময়টাতে বন্‌ধের কারণে শিক্ষাব্যবস্থা লাটে উঠেছিল। ব্যবসাপত্তর বন্ধ। হোটেল বন্ধ। চা বাগান বন্ধ। মানুষের রোজগারপাতি বন্ধ। শুরু হয়েছিল খাদ্যসংকট। ভয়ে আতঙ্কে দলে দলে পাহাড় ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন দেশ–বিদেশ থেকে আগত হাজারো পর্যটক। আর এবারে এই একটি বছরের ব্যবধানে একেবারে উলটো ছবি দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে। টানা ১০৪ দিন বন্‌ধের সুবাদে গত বছর জুন মাসে তো বটেই, এমনকি পুজোর মরশুমেও পাহাড় ছিল নিতান্তই পর্যটকহীন একেবারে শুনসান। আর এবার ? এক বছরেরও কম ব্যবধানের মধ্যে পাহাড় রীতিমতো শান্ত। এবারের গরমের পর্যটন মরশুমে দার্জিলিং পাহাড় পর্যটকের ভিড়ে গিজগিজ করছে। পর্যটন ব্যবসায়ী তো বটেই পর্যটন নির্ভর হাজারো মানুষের মুখে এখন রীতিমতো চওড়া হাসি দৃশ্যমান। তাঁরা আশাবাদী আসন্ন পুজোর মরশুমেও দেশ–বিদেশ থেকে আগত হাজারো পর্যটকের ভিড়ে গমগম করবে দার্জিলিং পাহাড়। অন্যদিকে, চা বাগানগুলিতে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। খুলেছে পাহাড়ের সব স্কুলকলেজও। এবারে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে কালিম্পংয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সব কিছু মিলে পাহাড়ে এই মুহূর্তে যে রীতমতো শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান, পাহাড় যে সামগ্রিকভাবেই পূর্বতন ছন্দে ফিরে এসেছে এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অথচ, ঠিক একটি বছর আগে এই সময়ে পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নামে এবং সেই আন্দোলন দমন করার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা পরিবেশটা একেবারেই বিগড়ে গিয়েছিল। অনির্দিষ্টকালের জন্য পাহাড়ে বন্‌ধের ডাক দিয়ে গ্রেফতারি এড়াতে গা–ঢাকা দিতে বাধ্য হন তৎকালীন গোর্খা সভাপতি বিমল গুরুং। গোপন আস্তানা থেকে বিমল গুরুং মাঝেমধ্যে দলের কর্মী–সমর্থকদের জন্য ভিডিয়ো এবং অডিয়ো বার্তা পাঠাতেন নির্দেশনামা হিসেবে। পুলিশি দাপটে শেষমেশ সাধের দার্জিলিং ছেড়ে সিকিম গিয়ে আশ্রয় নেন তিনি। পরবর্তীতে বিমল গুরুং নেপালে চলে যান বলে খবর। অর্থাৎ গোটা পাহাড়কে তথা পাহাড়বাসীকে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখে বাস্তবে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়েই যান বিমল। এমতাবস্থায় রীতিমতো বিপাকেই পড়ে যান পাহাড়ের সাধারণ মানুষ। অনির্দিষ্টকালের বন্‌ধ ডাকা হয়েছে। অতএব বন্‌ধ চলছে। দেখা দিয়েছে খাদ্যসংকট। তবে আন্দোলনকারী নেতারা দিব্যি ছিলেন। যত সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে সেই সাধারণ মানুষকেই।

পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠন নিয়ে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে একটা সেন্টিমেন্ট অবশ্যই রয়েছে। সে সুবাস ঘিসিংয়ের আমলেই বলুন, কিংবা বিমল গুরুংয়ের আমলে সাধারণ মানুষের অন্তরের গভীরে থাকা এহেন গোর্খাল্যান্ড সংক্রান্ত সেন্টেমন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। আন্দোলনে নামানো হয়েছে। গোর্খাদের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি তো তোলা হয়েছিল শতাধিক বছর আগে, ব্রিটিশ শাসনকালে। ১৯৮৬ সালে সুবাস ঘিসিং এবং ২০০৭ সালে ও ২০১৭ সালে বিমল গুরুং গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সাধারণ মানুষ রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রত্যেকবারই। কিন্তু শেষমেশ অধরাই থেকে গিয়েছে তাদের স্বপ্নের গোর্খাল্যান্ড। নেতাদের উসকানিমূলক বিশাল বিশাল বকুনিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নেমে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পাহাড়ের সেই সাধারণ মানুষই। প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁদেরই। আর নেতারা দিব্যি সরকার পক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কখনো দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি), কখনো বা গোর্খ্যাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) গড়ে দিব্যি থেকেছেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উদ্যোগে সুবাস ঘিসিং শেষপর্যন্ত পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে সরে আসেন। পরবর্তিতে ঘিসিংরাজ শেষে পাহাড়ে যখন আন্দোলনের রাশ নিজের হাতে নেন বিমল গুরুং সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিন্তু বাগে আনতে পারেননি তাঁকে। পাহাড়ের পরিস্থিতি বরং বিগড়ে যায় একেবারেই। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুংকে বাগে নিয়ে আসেন। গঠিত হয় জিটিএ।

সবকিছু দিব্যি চলছিল পাহাড়ে। হঠাৎ করে মমতা–বিমল সম্পর্কে চিড় ধরে। পাহাড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে বিমল গুরুং–এর সঙ্গে মমতার সম্পর্ক তত বেশি তিক্ত হতে থাকে। পৃথক গোর্খাল্যান্ড গঠন করে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হবার স্বপ্ন দেখা বিমল গুরুং এই সত্য অনুধাবন করতে সমর্থ হন যে আর যাই হোক, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না কোনোমতেই। জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যত দাপুটে মুখ্যমন্ত্রী হোন না কেন, তাঁরা যা পারেননি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা করে দেখিয়েছেন। পাহাড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে রাজ্যভাগ হবে না কোনোমতেই। দার্জিলিং বাংলারই অংশ। জ্যোতিবাবু–বুদ্ধবাবুরা এই কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু সমতলে দাঁড়িয়ে। যাইহোক বিমল গুরুংয়ের গত বছরের আন্দোলন ভাঙতে মমতা খোদ মোর্চার ভেতরেই ভাঙন ধরিয়েছেন। কৌশল করে বিনয় তামাং–অনীত থাপাদের সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। সরকারি বদান্যতায় বিনয় হয়ে গেছেন জিটিএ–র প্রধান। বিনয় ইতিমধ্যে মোর্চার হাল ধরে বহিষ্কার করেছেন বিমল গুরুংকে। ক্রমে মোর্চার অধিকাংশ নেতা ভিড়ে গিয়েছেন বিনয় শিবিরে। পাহাড়ে তৃণমূল কংগ্রেস আপাতত সাংগঠনিক শক্তির নিরিখে অনেকটাই পিছিয়ে পড়লেও মমতা এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে মোর্চাকে ক্ষমতায় রেখেই পাহাড়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব। অন্যদিকে, মনের গভীরে গোর্খ্যাল্যান্ড গঠনের যত স্বপ্নই থাক, পাহাড়ের সাধারণ মানুষ এটা সমঝে গিয়েছেন যে একের পর এক আন্দোলনের বলি হয়েছেন তাঁরাই। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্বপ্নই থেকে গেছে গোর্খাল্যান্ড। তাঁরা এটা সমঝে গিয়েছেন যে গোর্খাল্যান্ড আর হবার নয়। বরং আন্দোলন শিকেয় তুলে বাংলায় থেকেই পাহাড়ের উন্নয়নে শামিল হওয়াটাই শ্রেয় বলে পাহাড়ের অনেক মানুষই বিশ্বাস করছেন।

> পাহাড়ে তৃণমূল কংগ্রেস আপাতত সাংগঠনিক শক্তির নিরিখে পিছিয়ে পড়লেও মমতা এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে মোর্চাকে ক্ষমতায় রেখেই পাহাড়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব। পাহাড়ের সাধারণ মানুষও এটা বুঝেছেন, একের পর এক আন্দোলনে বলি হয়েছেন তাঁরাই। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

'বাঘবন্দি'র পরেও চিতাবাঘের চরণচিহ্নে ভাবনা সেবক রোডের দুধারের জঙ্গল নিয়ে

উদরপূর্তির তাড়ণাতেই হোক অথবা তাড়া খেয়েই হোক, হাতি, চিতাবাঘ মাঝেমধ্যে শিলিগুড়ি শহরে ঢুকে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য এমন খবরে শহরবাসী এখন আর তেমন বিস্মিত না হলেও, কমবেশি সকলেই উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শহরের বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় সূর্য ডুবলেই মানুষ তটস্থ হয়ে ওঠে, অনভিপ্রেত কোনো কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায়।

কারও অজানা নয়, সম্প্রতি শিলিগুড়ি শহরে সংলগ্ন বনভূমি থেকে একটি চিতাবাঘ সেবক রোডের পাশেই কয়েক দশকের পুরোনো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জঙ্গলে আস্তানা গেড়ে বসেছিল। দিনেরবেলা চিতাবাঘটি সেই জঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকত। আর রাত হলেই পথকুকুর ধরে পেটের জ্বালা মেটাত। এলাকায় এখানে–সেখানে হাড়গোড় দেখা গিয়েছিল। হঠাৎ করে রাস্তায় পথকুকুরের সংখ্যা কমে গেলেও, কেউ ভাবতে পারেনি যে সবই চিতাবাঘের শিকার হচ্ছে। বেশ দিন কাটছিল চিতাবাঘের। সেদিন সকালে তখনও সকলের ঘুম ভাঙেনি। পথচলতি কারও নজরে এসে গিয়েছিল চিতাবাঘটি। আর তাতেই যতসব গণ্ডগোল। বন দপ্তর থেকে দুটি খাঁচা পাতা হল। একটিতে ছাগল, অপরটিতে কুকুর রাখা হল। অভ্যস্ত খাবারের টানে চিতাবাঘটি কুকুরের খাঁচাই বেছে নিয়েছিল।

এ খবর চাউর হতেই এলাকাবাসী হাঁফ ছেড়েছিল, স্বস্তি পেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গিয়েছিল। আরও এক বা একাধিক চিতাবাঘ এলাকায় রয়ে যায়নি তো ? সেই আশঙ্কা ও আতঙ্ক অমূলক ছিল না। কেননা এই 'বাঘবন্দি'র পরেও এলাকায় চিতাবাঘের চরণচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। অবাক করা কাণ্ড, এখনও সেই চিতাবাঘের দর্শন কারও হয়নি বলে, কোনো প্রশাসনিক তৎপরতাও নেই !

শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সেবক রোড। সেবক রোডের উভয় পাশেই (কখনও একটু ভেতরে) অনেক জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। জায়গাগুলি জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির মতো শহরে এখনও এমন দৃশ্য খুবই বেমানান। তাছাড়া এভাবে ফেলে রাখা জমি একাধিক বিপদের কারণও হয়ে উঠছে। কথা হল, আসলে বন্য জীবজন্তু অধ্যুষিত কোনো বিশাল বনাঞ্চলের লাগোয়া কোনো শহরে, কখনও বন্যপ্রাণীর আবির্ভাব ঘটা তেমন অনভিপ্রেত ঘটনা বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে বন থেকে বেরিয়ে কোনো চিতাবাঘ শহরে ঢুকে শহরের মধ্যেই বাসা বাঁধার মতো ব্যবস্থা সহজেই খুঁজে পাবে কেন ?

চন্দন নাগ
সেবক রোড, চেকপোস্ট, শিলিগুড়ি।

শিক্ষামন্ত্রী দেখুন

আমি একটি বিষয় সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এখন বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি শুধুমাত্র টাকা উপার্জনের জন্য তিন বছর থেকে বিদ্যালয়ে ভরতি নিচ্ছে, যা শুধুমাত্র শিশুটির শৈশব কেড়ে নিচ্ছে তা নয়, শিশুটির মানসিক বিকাশের ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা ও চাপে তাকে একপ্রকার শোষণ করা হচ্ছে। তাই আমি সকলস্তরের জনগণ ও রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উত্তম দাস
চিলাখানা, তুফানগঞ্জ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি

গরমের ছুটি চলেছে সমস্ত সরকারি–বেসরকারি স্কুলে। কিন্তু তীব্র তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। সহায়ক–সহায়িকারা দূরদূরান্ত থেকে বাস কিংবা ট্রেকারে করে এসে আবার কিছুটা হাঁটাপথ অতিক্রম করে তাদের নিজস্ব সেন্টারে পৌঁছান। তারপর না আছে শেড, না আছে বসবার ব্যবস্থা। কোনো কেন্দ্র চলছে বাড়ির উঠোনে বা ক্লাবের বারান্দায় নতুবা চলছে গাছতলায়। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, ০ থেকে ৫ বছর বয়সের বাচ্চাদের ও প্রেগন্যান্ট মায়েদের পরিসেবায় যদি গ্রীষ্মকালীন ছুটির ব্যবস্থা করেন তবে আমাদের, বাচ্চা ও মায়েদের ভালো হয়।

বর্ণালি দাস
হাইস্কুল মোড়, ইসলামপুর।

রাস্তায় জঞ্জাল

রাত হলেই কিছু পরিবার তাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক বর্জ্য এনে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ধারে। সারারাত তা নিয়ে পথকুকুরদের উৎপাত চলে। পথকে করে তোলে নরককুণ্ড। এমনটাই চলছে। অথচ প্রতিদিনই কর্পোরেশনের বাঁশিওয়ালা আসেন। তারপরও নাগরিকদের অবিবেচনা ও অসচেতনতার কারণে রাস্তা নোংরা হচ্ছে। এই যে রাস্তায় এনে বাড়ির বর্জ্য ফেলা, তার জন্য অশিক্ষিত ও অসভ্য নাগরিকদের জরিমানা করা উচিত। পুর কর্তৃপক্ষই তা করবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে এসব দেখতে হবে। নইলে শহর নরক থেকে স্বর্গে পরিণত হতে পারবে না। সাধারণের সমালোচনায় বিদ্ধ হবেন কেবল মেয়র। তাই দেখুন।

অর্পিতা বসুরায়
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

বর্ষা সংবাদ

বর্ষা এসে গিয়েছে। কিন্তু গরমও থেকে যাচ্ছে। উত্তরের মানুষ গরমে কাহিল। তাদের গরমে ভোগান্তি তাই কমছে না। দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টি হলেও গরম কমে না, একই থাকে। অর্থাৎ আবহাওয়া পরিবর্তিত।

দীপংকর চট্টোপাধ্যায়
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

প্রশ্ন

বিধান মার্কেট বা অন্য বাজার এলাকায় দোকানদার তথা দোকানকর্মীরা দোকানের সামনেই অর্থাৎ রাস্তার ওপরই হাত–মুখ ধুয়ে মুখের জল ফেলছেন পথচারীদের তোয়াক্কা না করে। এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখছি। জীবনযাপনের ন্যূনতম ও সুস্থতম পন্থাপদ্ধতি এদের শেখাবে কে ?

ব্রজগোপাল মজুমদার
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

রাস্তা সম্প্রসারণে ইসলামপুর পুরসভা উদাসীন

ইসলামপুর মহকুমা শহরের বাজার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার এখানে বেশ বড়ো হাট বসে। শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি ও লাগোয়া রাজ্য বিহার থেকে প্রচুর ক্রেতা ও বিক্রেতার সমাগম হয় এই বাজারে। ইসলামপুর বাজারের ভিতরে যতগুলি রাস্তা আছে তার সবগুলি ইসলামপুর পুরসভার অধীন, কাজেই রাস্তাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও পুরসভার।

ইসলামপুর বাজারের দোকানদাররা এবং অস্থায়ী বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বের সিংহভাগ অংশ দখল করে ব্যবসা করছেন, ফলে রাস্তাগুলি এমন সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে যে একটা মোটর সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করাও কঠিন হয়ে পড়ে । ছোটো চার চাকার গাড়ি তো দূরে থাক, একটা টোটো বা ভ্যানরিকশা বাজারের রাস্তায় প্রবেশ করলে সেটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জায়গা থাকে না।

দুর্ভাগ্যবশত ইসলামপুর বাজারে যদি কোথাও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, তাহলে রাস্তাগুলির সংকীর্ণতার জন্য দমকলের গাড়ি কোনোভাবেই বাজারে প্রবেশ করতে পারবে না। ইসলামপুর পুর কর্তৃপক্ষ এই সমস্যার বিষয়ে ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও রাস্তার বেআইনি দখল উচ্ছেদ এবং রাস্তা সম্প্রসারণ করার বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। অথচ ইসলামপুর বাজারের রাস্তাগুলি উভয় পার্শ্বে সম্প্রসারণ করা যে কতটা জরুরি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামপুর বাজারের এই সমস্যা বহুদিনের। যতই দিন যাচ্ছে রাস্তাগুলি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। এতে শহরবাসীকে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আমি ইসলামপুর পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, অবিলম্বে ইসলামপুর বাজারের রাস্তাগুলিকে বেআইনি দখলমুক্ত করা হোক এবং রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। আশা করি, জনগণের সমস্যার কথা খেয়াল রেখে ইসলামপুর পুর কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
মিলনপল্লি, ইসলামপুর।

দিনেও পথবাতি !

শিলিগুড়িতে বহু রাস্তায় সকাল ৭টাতেও পথবাতি জ্বলে। কেন জ্বলে ? বিদ্যুতের অপচয় কি বন্ধ করা যায় না ? সংশ্লিষ্ট প্রশাসন দেখুন।

বিদ্যুৎ গুপ্তভায়া
কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

বইপাড়া

আলোর যাত্রী

একটা সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছে। তা হল, সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বা কদর কমেছে। মানুষ আর গ্রন্থাগারমুখী নয়। বই নিয়ে বসার চাইতে ইনটারনেট খুলে বসে পড়তে বেশি ভালোবাসছে মানুষ। পড়ুয়ারাও। বই কেনার চলটাও হয়তো একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে। এমন এক ভাবনা যখন সমাজকে আচ্ছন্ন করছে তখন 'আলোর যাত্রী' আলোক সন্ধানীদের জন্য নতুন প্রেরণা হয়ে এল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ 'আলোর যাত্রী'। সম্পাদনা করেছেন বীরেন চন্দ। শ্রী চন্দ নিজেও এই শিলিগুড়িতে বসে একের পর এক ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ অঙ্গ। এখনও তা সত্য। অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী বিগত অর্ধশতক সময় ধরে এ রাজ্যের তথা সমগ্র দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন, পরিসেবা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অনুশীলনের ব্যাপক পরিসর সৃষ্টি করে গিয়েছেন। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে তাঁর যে বিশাল কর্মকাণ্ড ছিল তা বিধৃত হয়েছে এ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে। এই গ্রন্থের লেখকবৃন্দ সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতীজন। তাঁদের রচনায় শুধু গ্রন্থাগার বিষয় নয়, প্রবীর রায়চৌধুরীর ব্যক্তি জীবনেরও নানা সন্দেশ রয়েছে যা পাঠককে অনুপ্রাণিত করবে। গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধাবলি, কিছু ছবি এবং নানা তথ্য। এ সংকলন তাই প্রত্যেক গ্রন্থপ্রেমীদের সংগ্রহযোগ্য। সুন্দর মুদ্রণ, চমৎকার প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অসাধারণ বাঁধাই গুণে বইটি আকর্ষণীয় হয়েছে।

আলোর যাত্রী/বীরেন চন্দ সম্পাদিত
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। দার্জিলিং জেলা। মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা।

অচেনা অক্ষর

মোনালিসা রেহমান সম্পাদিত 'অচেনা অক্ষর'–এর সম্পাদকের কলমে বলা হয়েছে, বর্তমান সময়ে সমাজে মূল্যবোধের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের মধ্যে এ পত্রিকা মানুষের মূল্যবোধ এবং সাহিত্য পিপাসাকে উদীপ্ত করায় প্রয়াসী। পত্রিকার কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ নির্বাচন থেকে তা কিছুটা আঁচ করা যায়। কবিরুল ইসলামের কবিতা নিয়ে আলোচনা ভালো লাগল। গল্পগুলো পাঠককে তৃপ্ত করবে। কবিতা বাছাই ভালো। লেখকসূচিতে রয়েছেন ফজলুল হক, তাহাসিনুল ইসলাম, মোঃ আকবর, ঈদারুল ইসলাম, অভিজিৎ চৌধুরী, অজিত বাইরী, সুদীপ্ত মাজি, আফজল আলি, ওয়াহিদা খন্দকার প্রমুখ। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ফরাক্কা থেকে।

চষেল

বুনিয়াদপুর থেকে প্রকাশিত হয় 'চষেল'। সম্পাদক অমিয়কুমার চৌধুরি। এ পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যায় পাঁচটি গল্প পাওয়া গেল। লিখেছেন সুজয় চক্রবর্তী, মোনামী চৌধুরি, তন্বী হালদার, অমরকুমার পাল ও অমিয়কুমার চৌধুরি। একটি মেয়ে চন্দনা, পড়াশোনায় ভালো ছিল। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই তার বিয়ে হয়ে গেল। পরীক্ষার ফর্ম ফিল–আপের দিন সে স্কুলে এসেছিল। পরীক্ষার পর হঠাৎ জানা গেল চন্দনা আত্মহত্যা করেছে। কেন ? জানা গেল, সে একজন পণের বলি। পুলিশ শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু অদৃশ্য সুতোর টানে পুলিশ ওদের ছেড়ে দিয়েছিল কয়েকদিন পরই। শিক্ষকের বয়ানে লেখা এ গল্প। শিক্ষকের মনে পড়ল একদিন 'তোমার জীবনের লক্ষ্য' বিষয়ে রচনা লিখতে গিয়ে চন্দনা লিখেছিল সে পুলিশ হতে চায়। পুলিশ হয়ে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। চন্দনা পুলিশ হতে পারেনি। পুলিশ হলেও সে কি ওই অদৃশ্য সুতোর টান এড়াতে পারত ? সুজয় চক্রবর্তীর এ গল্পের মতো অন্য গল্পগুলিও সুখপাঠ্য। পত্রিকায় কবিতা রয়েছে একগুচ্ছ। সুনির্বাচিত কবিতা। পত্রিকাটি ছোটো, তবে সুসম্পাদিত।

কেতকী

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাগজ 'কেতকী' পঞ্চাশ বর্ষ প্রথম সংখ্যার শুরুতে রয়েছে কবি রণজিৎ দেব–এর এক সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার। এ সাক্ষাৎকারে রণজিৎ দেবের কাজ ও ভাবনার বিশদ প্রতিফলন ঘটেছে। পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ রয়েছে–'রবীন্দ্রনাথ–ফুকুওকা ঃ প্রসঙ্গ কৃষি ও কল্পনার মুক্তি'। লেখক রমিত দে। এছাড়া রয়েছে কবিতা। অনেকেই লিখেছেন। সম্পাদকীয়ের পরিবর্তে কবিতা রাখা হয়েছে মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের। তিনি লিখেছেন– 'ভালোবাসার ফসল ঘরে তুলবো বলেই/ কৃষকের সহচর আমিও একজন জন্মপ্রেমিক'। এ পত্রিকার এখন সম্পাদনায় রয়েছেন বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় ও নীলোৎপল গঙ্গোপাধ্যায়।